গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ‘‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি’’ পর্যালোচনা সংক্রান্ত জুন/২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান. বিপিএএ সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২২ জুন ২০২৩
সভার সময়	বিকাল ০৩.৪৫ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-’ক’

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (পুলিশ-১), যুগ্মসচিব (পুলিশ-২), যুগ্মসচিব (প্রশাসন), যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), যুগ্মসচিব (বাজেট) এবং অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি অধিদপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতামত বিনিময় করেন। গত সভার কার্যবিবরণী’র কোন সংযোজন বা সংশোধন না থাকায় তা দৃটীকরণ করা হয়। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় কার্যপত্র মোতাবেক গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-৩) বলেন জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৮টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩টি বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ২৭টি নির্দেশনার মধ্যে ১৪টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন/ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। ০৬-০৬-২০১০	(১) চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে PEC সভার তারিখ নির্ধারণ করেত হবে। বাস্তবায়নে : পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।	(ক) “পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন। খ) বর্তমানে “দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প ১১৬৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে আরো ১০১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির উপর গত ০৩.০৬.২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি গত ২৭.০৬.২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ২৩.০৭.২০২২তারিখ কতিপয় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৯.০২.২০২৩ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ। ০৩-০৫-২০০৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ।	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১২.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অভ্যন্তরে ভিভিআইপি ডিউটিতে নিয়োজিত ফোর্সের আবাসনের জন্য ৬ তলা ব্যারাক ভবনের নির্মাণ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় তলা ব্যবহৃত হচ্ছে। ৮৮% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বের পরিকল্পনা অনুসারে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি. এর মধ্যে অবশিষ্ট ১২% কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১৩.১২.২০২২খ্রি. ১৬৮ নং পরিপত্র মূলে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (কোড নং-৪১১১১০১ আবাসিক ভবন, এবং ৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন) খাতে অর্থের ৫০% ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চলতি অর্থ বছরের ৫০% অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, ফলে এ অর্থ বছরে আর কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অর্থ বছরে পরিপত্রের নির্দেশনা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, অন্যথায় ৩০.০৬.২০২৩ খ্রি. এ অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

৩	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান যা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	হিল আনসার ও বিশেষ আনসারসহ ১০৩৯ জনের মধ্যে কর্মরত ৯৭২ জনকে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারনকৃত বেতন গ্রেড (টাকা ৯,০০০-২১,৮০০) ব্যাটালিয়ন আনসার এর শূণ্য পদে স্থায়ীকরণ/নিয়মিতকরণে সাময়িক মঞ্জুরীকৃত পত্রটি অর্থ বিভাগ হতে পৃষ্ঠাংকিত জি.ও'র কপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি এবং সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ১১.০৪.২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য বিদ্যমান প্রবিধানমালা ও নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটির সুপারিশের আলোকে প্রস্তুকৃত প্রবিধানমালার তুলনামূলক বিবরণী ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।
৪	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চূড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ আইনের খসড়া পুনঃপ্রণয়নের কাজ চলছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।
৫	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ১১-০২-২০১৬	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ।	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মার্ণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত) ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৪-তলা ব্যারাক ভবন ও অধিনায়ক বাংলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মাস্টার প্ল্যানের পুন: পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে নকশা পাওয়ার পর ২য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ২৭টি ব্যাটালিয়নকে মডেল ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

খ) ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ১৪টি এবং ১৩টি বাস্তবায়নাধীন/চলমান। চলমান নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। ১১-০৫-২০১৬ জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২০-০৪-২০১৬	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। বাস্তবায়নে: রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ।	জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসাধারণকে সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও Counter Radicalization, De-Radicalization কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে Awareness Programme চলমান রয়েছে। Television Commercial (TVC) ও Online Video Commercial (OVC) এর মাধ্যমে জঙ্গি বিরোধী সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উগ্রবাদীরা কোরান হাদীসসহ ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা (Counter narratives) এর মাধ্যমে জঙ্গি/উগ্রবাদ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ ও দমনে বাংলাদেশ পুলিশ শূন্য সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে কাজ করে যাচ্ছে। গোয়েন্দা নজরদারিসহ সম্ভাব্য সকল কৌশল অবলম্বন করে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জুমা'র নামাজের খুৎবার সময় এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। এছাড়াও জঙ্গিবাদ নিরোধে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক উঠান বৈঠক এর আয়োজন করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া দেশের হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ বিহার, প্যাগোডা, ক্যাংস, খ্রিস্টানদের গীর্জা, চার্চসহ সকল উপাসনালয়ে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রচার অব্যাহত রাখা হয়েছে।

<table>
<tr>
<td>৩</td>
<td>২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি</td>
<td>২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৩৫টি মামলা রুজু হয়। মামলাসমূহের বিস্তারিত নিম্নরূপ: (মে ২০২৩ পর্যন্ত)
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>স্থগিত</th></tr>
<tr><td>৪৩৫</td><td>৩৮৬</td><td>৩৩</td><td>১৬</td></tr>
</table>
উল্লেখ্য, স্থগিত ১৬টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩টি মামলার স্থগিতাদেশ ভ্যাকেটকরণের লক্ষ্যে আইন কর্মকর্তা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল ভবন, সুপ্রীম কোর্ট চত্বর, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। ১৩টি মামলা পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪</td>
<td>২০১৪’র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) স্থগিত মামলাগুলি আলোচনা করে সচল করার ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি</td>
<td>১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তের বিররণ নিম্নরূপ: (মে২০২৩ পর্যন্ত)
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr>
<tr><td>৩৭৮৬</td><td>৩৫৪৯</td><td>১৮৬</td><td>৫১</td></tr>
</table>
অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলাসমূহের তদন্তসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রেখেছেন।</td>
</tr>
<tr>
<td>৫</td>
<td>অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) স্থগিত মামলাগুলো সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td>
<td>১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে সহিংসতার ঘটনায় রুজুকৃত মামলার তথ্য নিম্নরূপ : (মে ২০২৩ পর্যন্ত)
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr>
<tr><td>১৮২৬</td><td>১৭৮৯</td><td>৩৩</td><td>৪</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৬</td>
<td>জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ</td>
<td>রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ৩৮৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৫টি ফাঁড়ি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
<table>
<tr><th>বাস্তবায়িত</th><th>চলমান</th><th>অগ্রগতি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৭০</td><td>৪৫</td><td>৮৩.০০%</td><td>অবশিষ্ট ১৭% কাজ আগামী ৩০.৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত পূর্বক হস্তান্তর করা হবে।</td></tr>
</table>
“দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাঁড়ি/তদন্ত কেন্দ্র, ক্যাম্প, নৌ-পুলিশ কেন্দ্র, রেলওয়ে পুলিশ, থানা ও আউটপোষ্ট, ট্যুরিষ্ট পুলিশ সেন্টার এবং হাইওয়ে পুলিশের জন্য থানা/আউটপোষ্ট নির্মাণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব ০১.০৮.২০২২ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির যাচাই-বাচাই কার্যক্রম চলমান।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৭</td>
<td>মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট কমিটি</td>
<td>বাংলাদেশ পুলিশের থানাসমূহ, নবসৃষ্ট ইউনিটসহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে জননিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১৭.০২.২০১৯ তারিখের সভার সুপারিশ অনুযায়ী ০৫.১১.২০১৯ তারিখ অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রেরণ করে।পরিসংখ্যান:
<table>
<tr><th>ক্রনং</th><th>থানা</th><th>পূর্বে ছিলো</th><th>বর্তমানে সুপারিশকৃত</th></tr>
<tr><td>ক</td><td>মেট্রো এলাকায়</td><td>০.৫০ একর</td><td>০.৭৫ একর</td></tr>
<tr><td>খ</td><td>পল্লী এলাকায়</td><td>১.০০ একর</td><td>২.০০ একর</td></tr>
<tr><td>গ</td><td>পার্বত্য এলাকায়</td><td>-</td><td>৪.০০ একর</td></tr>
</table>
উক্ত সুপারিশমালা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান।
উল্লেখ্য ২৬.০২.২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি), জননিরাপত্তা বিভাগ এর সভাপতিত্বে জমির প্রাধিকার সংক্রান্ত সুপারিশমালায় সংশোধন ও সংযোজন বিষয়ে সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নতুন করে আরো কিছু ইউনিটের জমির প্রাপ্যতার অর্ন্তভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশমালা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৮</td>
<td>সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ</td>
<td>মে/২০২৩ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃক মোট ৯৮৪টি অভিযানে ৩৭৫ জন গ্রেফতার এবং ৩৭৪ রাউন্ড গুলি, ১২৭ টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

বর্তমানে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বিগত সময়ে যে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৯</td>
<td>সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন।
২০-০১-২০১৪</td>
<td>কমিটি গঠন করে কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ</td>
<td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মে ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব নথিতে উপস্থাপিত হয়েছে। অনুমোদিত হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</td>
</tr>
</table>

১০	সোনা পাচার/মাদক/ অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(ক) যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার লক্ষ্যে ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য নিয়মিতভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মাদকের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের থানাগুলোতে ২০২৩ সালের মে মাসে মাদকদ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্ত ৬,৮২৭টি মামলায় ৮,৯৮০ জনকে এবং মানব পাচারের ঘটনায় ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ৬৭টি মামলায় ৮১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া যেসব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার করা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসব রুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে পুলিশি টহল জোরদার ও জনগনকে সভা সমাবেশ এবং বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধে সচেতন করা হচ্ছে।
১১	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১১৯৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের ফোর্সের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য (১৫টি পুরুষ ও ৪৯টি মহিলা) ব্যারাক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৫৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫% কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে। উল্লেখ্য জেলাসমূহে পুলিশ লাইন্স বাদে কর্মকর্তা বা ফোর্সদের জন্য পৃথক কোন জমির প্রাপ্যতা নেই। ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত জমির প্রাপ্যতা পাওয়া গেলে জমি সংগ্রহ সাপেক্ষে ভবন নির্মাণ কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে।

	(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে বাস্তবায়নে: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ক। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাদক পাচারসহ সকল ধরণের চোরাচালান রোধকল্পে বদ্ধপরিকর। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাংলাদেশের সীমান্তে নিয়োজিত একমাত্র সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে চোরাচালান ও মাদক পাচার হতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাপক তল্লাশী এবং কঠোর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। খ। এছাড়াও, ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪১২.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২৬.৫ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় আরও ২২টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি (কাচিঁকাটা ভাসমান বিওপি ও আঠারোবেকী ভাসমান বিওপি) স্থাপন করা হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বয়েসিং ভাসমান বিওপি ও হলদিবুনিয়া ভাসমান বিওপি) রয়েছে।
১২	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে কার্যক্রম চলমান।
১৩	কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)	(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ক। উপকূলীয় অঞ্চলে মানব পাচার ও মাদকের অনুপ্রবেশ রোধসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদা তৎপর। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বাধীন এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের অধীন ০৪টি জোন, ০৫টি বেইস, ২৭টি জাহাজ, ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন, ১৩৬টি বোট, ৪২টি স্টেশন ও ১৫টি আউটপোস্ট বিদ্যমান। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে নজরদারি উপলক্ষ্যে এসকল জোন, বেইস, জাহাজ, বোট, স্টেশন ও আউটপোস্ট সার্বক্ষণিকভাবে অপারেশান চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারী, মনিটরিং, টহল ও আভিযানিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। কক্সবাজার, টেকনাফ, ইনানী, হিমছড়ি, বাহারছড়া, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড

এর নতুন স্টেশন/আউটপোস্ট চালুকরত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে টহল জোরদার করা হয়েছে। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে কোস্ট গার্ড এর নজরদারি পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অপারেশান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

খ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ১৭,২৫৩টি অভিযান পরিচালনা করে ৩২,৭৪৩টি বোট তল্লাশী চালিয়ে বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করে যার আনুমানিক মোট মূল্য ১,৭৫৪ কোটি ৬০ লক্ষ ১৯ হাজার ৩১৯ টাকা। তন্মধ্যে জব্দকৃত অবৈধ মালামাল এবং বিভিন্ন প্রকার দেশি/বিদেশি মাদকদ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন থানার হস্তান্তর করা হয়। মাস ভিত্তিক মাদকের পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

মাস	ইয়াবা(পিস)	বিয়ার (ক্যান/বোতল)	ক্রিষ্টাল মেথ (আইস কেজি)	গাঁজা (গ্রাম)
জানুয়ারি	৩,৮৮,৫৫	২,২০৬	-	১৮,১৪০
ফেব্রুয়ারি	৮৯,২৩৭	৩৮২	-	১১,৭০০
মার্চ	৭,১৪,২১৬	২,৮৩৯	-	০.৯০০
এপ্রিল	৭৯৭	২৩৭	০১	২৫০০
মে	৭,৪৭৮	-	০১	৫১৮০
সর্বমোট	১২,০০,২৮৪	৫,৬৬৪	০২	৩৮,৪২০

গ। ভাসানচর এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, FDMN পলায়ন রোধ এবং সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে FDMN সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০ জুন ২০২২ তারিখ ০২(দুই)টি অত্যাধুনিক ও উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ Photography Drone with Associated Accessories ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ০১টি ড্রোন ভাসানচরে এবং অপর ০১টি ড্রোন বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন সেন্টমার্টিন এ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্র সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে আরো আধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন সংযুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্তসমুহ:

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.১</td><td>নিকারের পরামর্শ মোতবেক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্তে Standard নীতিমালা তৈরি ও ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের নিমিত্ত একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।</td><td>দপ্তর/ সংস্থা সকল/ অনুবিভাগ প্রধান সকল</td></tr>
<tr><td>১.২</td><td>সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি)-কে আহবায়ক করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। তদন্ত কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ</td></tr>
<tr><td>১.৩</td><td>মামলার পরিসংখ্যানকৃত তথ্যাদি প্রতি মাসের সমন্বয় সভার পূর্বে নিম্নরূপ “ছক” মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে:
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র দাখিল</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল</th><th>তদন্তাধীন</th><th>বিজ্ঞ আদালতে পেন্ডিং</th><th>বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>দপ্তর/সংস্থা সকল/ অনুবিভাগ প্রধান সকল</td></tr>
<tr><td>১.৪</td><td>জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের মধ্যে দীর্ঘদিন চলমান প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে দীর্ঘ দিনের চলমান প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</td><td>অনুবিভাগ প্রধান সকল</td></tr>
</table>

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান. বিপিএএ
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৯.২৭৬

তারিখ: ১২ আষাঢ়.১৪৩০
২৬ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর সংস্থা প্রধান (সকল)।

২) অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

৩) যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪) উপসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ(সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৬) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ(ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

৭) সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৮) সহকারী সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ফৌজিয়া খান
উপসচিব